ফজলুল কাদের চৌধুরীকে যেমন দেখেছি

অধ্যাপক শাহেদ আলী

এক দুর্লভ ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফজলুল কাদের চৌধুরী। মরহুম কবি হাসান রাজার পৌত্র, আমার এক বন্ধু দেওয়ান ওবায়দুর রেজা, বিভাগ পূর্বকালে বি, এ পড়তেন শিলংয়ের এক কলেজে। তাঁর সঙ্গে ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাক্ষাত হয়েছিলো। ফজলুল কাদের চৌধুরী তখন ছাত্রনেতা। দেওয়ান ওবায়দুল রেজা আমাকে বললেন, বঙ্গদেশে ফজলুল কাদের চৌধুরীর মধ্যে নেতৃত্বের সুস্পষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে--ভবিষ্যতে তা দেখতে পাবেন।" শেরেবাংলা তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। সম্ভবত ফজলুল কাদের চৌধুরী আল্লামা এনায়েতুল্লাহ মাশরিকির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে তাঁর আপোষহীন সাহসী ভূমিকার জন্য তিনি সরকারের কোপ দৃষ্টিতে পড়েন এবং তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। মনে হয় সড়ানোর মুসলিম ছাত্রনেতাদের মধ্যে ফজলুল কাদের চৌধুরীই প্রথম ব্যক্তি, যিনি অবিভক্ত বঙ্গে প্রথম আন্দোলনের জন্য সর্বপ্রথম কারাগারে প্রেরিত হন। কলিকাতায় হলওয়েল মুনমেন্ট আন্দোলনে এবং রশীদ আলী দিবসে তিনি সাহসী ভূমিকা রাখেন। ১৯৪০ সনে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হবার পর তিনি চট্টগ্রামে পাকিস্তানের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আইনজীবী ঢাকা সুপ্রীম কোর্টের এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি মরহুম এ, এস, এম মুকাক্কর সাহেবের মুখে শুনেছি--তিনি এবং ফজলুল কাদের চৌধুরী মিলে চট্টগ্রামের গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রায় লেড় হাজারের উপর মিটিং করেন। এই মিটিংগুলোতে জনাব মোক্কাকর সভাপতিত্ব করতেন এবং বক্তৃতা করতেন ফজলুল কাদের চৌধুরী। এইভাবে চট্টগ্রামে জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরীর ব্যাপক জন পরিচিতি গড়ে উঠে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী চট্টগ্রামকে তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেন। এই সময়ে চট্টগ্রামে তমুদ্দন মজলিস একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। মজলিস কর্মীরা জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরীর অনুগত কর্মীদের বাঁধার সম্মুখীন হয়। কিন্তু জনাব চৌধুরী মজলিসের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং আমাদের কর্মীদের সঙ্গে তিনি সুসম্পর্ক রাখবার চেষ্টা করতেন। তিনি পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেছেন, পাকিস্তানের অস্তিত্বকে তিনি আমাদের অস্তিত্বে সামিল মনে করতেন--তাই, পাকিস্তানের কোনো ক্ষতি বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে যখন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্টের কাছে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে সে নির্বাচনে মাত্র ৮/৯ জন মুসলিমলীগ প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন তার মধ্যে ফজলুল কাদের চৌধুরী ছিলেন একজন। আমিও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলাম খেলাফতের রব্বানী পার্টির টিকেটে। তখন পরিষদে তাঁর গতিবিধি, কাজকর্ম ও ভূমিকা লক্ষ্য করার সুযোগ পাই। ফজলুল কাদের চৌধুরী ছিলেন একজন সাহসী তুখোড় বক্তা। ৩০৯ জন সদস্যের মধ্যে সেখানে প্রায় ৩০০ জনই মুসলিম লীগ বিরোধী, সেখানে এই বিশাল বিরোধী শক্তির মোকাবেলায় আশ্চর্য সাহস ও প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরতেন। তাঁকে দমানো বা থামানো যেতো না। মুসলিম জাতির পক্ষ হয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি কাউকে বা কোন শক্তিকে পরোয়া করতেন না।

পরবর্তীকালে আইউবের আমলে তিনি পাকিস্তান পার্লামেন্টের সদস্য হন এবং স্পিকারের আসন অলংকৃত করেন। সেই সময় দেখা গেছে পশ্চিম পাকিস্তানী মন্ত্রী, পার্লামেন্ট সদস্য, আমলা ও সামরিক অফিসারদের সামনে এতকাল যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা ও পার্লামেন্টারিয়ানরা দ্বিধা ও কুণ্ঠায় ভুগেছেন জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী মুহূর্তের মধ্যে তা অতিক্রম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছে এক শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে। আকারে-আকৃতিতে, তিনি যেমন ওদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাদের চেয়েও ঊর্ধস্থানীয় ছিলেন, ঠিক তেমনি সাহস এবং ব্যক্তিত্বের দিক দিয়েও তিনি ছিলেন অলংঘনীয়। প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতিতে স্পিকার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করতেন। একবার সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি যে সাহসের পরিচয় দেন তাতে পাকিস্তানিরা অবাক হয়ে যায়।

ফজলুল কাদের চৌধুরী তাঁর নিজ জেলা ও অঞ্চলের জন্য অনেক কিছু করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তাঁরই কীর্তি। তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের যাদুকরি প্রভাবে এমন এক ভক্তের দল সৃষ্টি করেছিলেন, যারা তাঁর জন্য যে কোন কোরবান করতে প্রস্তুত ছিলেন। অনেকে তাঁর ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কর্মী মহলে তাঁর প্রভাব একটা ঐতিহ্য হয়ে এখনো টিকে আছে।

ফজলুল কাদের চৌধুরী পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেছেন। পাকিস্তানকে গড়ে তোলার জন্য কাজ করেছেন। তাই যখন দেখা গেল পাকিস্তানের অস্তিত্ব সংকটের মুখে তখনও পাকিস্তানে তিনি অটুট বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর এই সময়কার ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। আমরা আমরা তাঁর সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করতে পারি, কিন্তু তাঁর বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা না করে পারি না। নিজের বিশ্বাসের জন্য যারা ত্যাগ স্বীকার করে তারা মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ফজলুল কাদের চৌধুরীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং কারাগারেই তিনি মারা যান।

যারা বিশ্বাসী, বিশ্বাসের জন্য জীবন দেয় সেইসব আত্ম প্রত্যয়ী মানুষের মৃত্যু নেই।

(বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক)